রসূলের স. যুগে
নারী স্বাধীনতা

(১ম খন্ড)

আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

প্রথম খন্ড

تحرير المرأة فى عصر الرسالة

الجزء الأول

কুরআনুল করীম এবং সহীহ বুখারী ও মুসলিমের
সুস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে নারী সমস্যার
বিস্তারিত বাস্তবভিত্তিক পর্যালোচনা

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ
মওলানা আবদুল মুনয়েম
অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী
মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন

সম্পাদনা
আবদুল মান্নান তালিব

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (১ম খন্ড)

تحرير المرأة فى عصر الرسالة

الجزء الأول

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ
মওলানা আবদুল মুনয়েম
অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী
মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭
E-mail : biit_org@yahoo.com , Website : www.iiitbd.org

ISBN : 984-70103-0020-8

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ
এম.এ. আকাশ

কম্পোজ ও মুদ্রণ
এম. এ. গ্রাফিক্স ক্যাম্পাস

মূল্য : ২৫০ U S $ 8

Rasuler (Sm) Juge Nari Shadhinata by Abdul Halim Abu Shuqqah, translated by Maulana Abdul Munem, Professor Abul Kalam Patwari and Maulana Munawar Hossain, published by Bangladesh Institute of Islamic Thought, House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone : 8950227, 8924256, Fax : 8950227. E-mail :biit_org@yahoo.com Website : www.iiitbd.org Price : Tk. 250 U S $ 8

প্রসংগ কথা

বিগত তিনশো বছর থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা সারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করে আছে। এখন বলতে গেলে সর্বত্র প্রায় তার একচ্ছত্র আধিপত্য। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি মুসলিম দেশগুলোতেও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যবাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছে। পাশ্চাত্য সমাজে নারী ছিল গৃহকোণে আবদ্ধ, পুরুষের সেবাদাসী, সব রকমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত এবং দেশের ও রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সবচেয়ে শোষিত, বঞ্চিত ও নিগৃহীত শ্রেণী হিসাবেই তাকে দেখা হতো। কিন্তু শিল্পবিপ্লব ও ইউরোপের দেশগুলির বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য সমাজে নারী গৃহ অংগনের বাইরে চলে আসে। নারীরা পুরুষের সমান অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পুরুষের আরোপিত বাধা-নিষেধের সমস্ত বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে থাকে। নিজেদের অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা নিজেদের কাঁধে তুলে নেবার ফলে সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্ব বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথে সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্বও তারা পুরুষদেরকে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চায়। কিন্তু এই অস্বাভাবিক কর্মকান্ডে সমঅধিকার ও সমদায়িত্বের ধ্বজাধারী পুরুষরা পিছিয়ে পড়ে। ফলে সংসার জীবনে ভাঙন ধরে।

তাছাড়া মেয়েরা স্বাধীন অর্থোপার্জনের ক্ষমতা লাভ করার সাথে সাথে নিজেদেরকে সামাজিক ও সাংসারিক কর্তৃত্বশালী হিসাবে দেখতে শুরু করে। এক্ষেত্রে পুরুষের কোনো প্রকার প্রাধান্য স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্য পুরুষ তাদের হাজার হাজার বছরের প্রধান্য এক নিমেষে ধুলিস্মাত করে দিতে রাজী হয় না। ফলে সংসার জীবনের ভাঙনটা দ্রুত প্রসারিত হয়। ইতিপূর্বে পুরুষ ছিল অবিমৃশ্যকারী ও নিপীড়ক। এখন নারীও হয়ে ওঠেছে অবিমৃশ্যকারী ও নিপীড়ক। এভাবে সাংসারিক ভাঙনের ষোলকলা পূর্ণ হয় এবং সাংসারিক সুখ দুলর্ভ বস্তু হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য সমাজের এই ধ্বংস আজ আমাদের সমাজেও প্রসারিত হয়েছে। প্রথমত, পাশ্চাত্যের দীর্ঘদিনের গোলামী, মুসলিম বিশ্বের সর্বব্যাপী দারিদ্র্য এবং পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব আমাদের সমাজ অংগনকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আমাদের সমাজেও চলছে পাশ্চাত্য ধারার সয়লাব। চোখ বন্ধ করে অন্ধের মতো আমরা তাদের পেছনে চলছি। দ্বিতীয়ত, ইসলামের সামাজিক বিধান থেকে আমাদের সমাজ বহু দূরে সরে এসেছে। এ সরে আসার কাজটা একদিনে সাধিত হয়নি। এজন্য আমাদের হাজার বছরের ভূমিকা দায়ী। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের যে সামাজিক বিধান নির্দেশ করেছে, রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন এবং সাহাবা, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও তৎপরবর্তীকালের দু'তিনশো বছরের মুসলিম মনীষী ও চিন্তাবিদগণ যে স্বাভাবিক গতিসম্পন্ন ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন পরবর্তীকালে বিভিন্ন মুশরিক জাতির সংস্পর্শে এসে তা থেকে ধীরে ধীরে আমরা দূরে সরে আসতে থাকি। বিশেষ করে

প্রকাশকের কথা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানুষের সমাজ গঠিত। সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুল্যায়ন করা হয়েছে। নারীর ভূমিকাও ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারীকে দেখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে। সাম্প্রতিককালে নারী অধিকার ও নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বসংস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী আন্দোলনের বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য দিকের মতোই এক্ষেত্রেও অগ্রগতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে পরিস্ফুট। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি 'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা' বইটি থেকে সংশ্লিষ্ট পাঠক চলমান নারী আন্দোলনের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা পাবে। এই বইটি প্রখ্যাত লেখক আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ'র 'তাহ্‌রীরুল মার্‌আ ফী আসরির রিসালাহ' গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেছেন ড. মওলানা আবদুল মুনয়েম, অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী ও মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন এবং সম্পাদনা করেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। মূল গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডও পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে।

'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড' বইটি'র ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হলো। আমরা চেষ্টা করেছি পূর্বের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে। এরপরও কিছু বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আপনাদের ইতিবাচক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন ॥

ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফর রহমান
ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

সূচী

- মুখবন্ধ ১৩
- ড. ইউসুফ আল করদাভীর ভূমিকা ও লেখক পরিচিত ১৫
- লেখকের ভূমিকা ৩৫
- এ গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ৩৬
- গ্রন্থ রচনার উৎসাহ তীব্রতর হলো ৪০
- গ্রন্থের বিষয়বস্তু ৪৬
- যে পদ্ধতিতে বইটি লেখা হয়েছে ৪৮
- উক্ত গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ৫৫
- এ বইটি কি সঠিক পথের সন্ধান দেবে ? ৫৮
- আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-এর সাবধানবাণী এবং বন্ধু-বান্ধবদের সতর্কীকরণ ৬২
- উত্তম শোকর ও কৃতজ্ঞতা ৬৯
- দোয়া ও অক্ষমতা ৭০
- ভূমিকার প্রমাণপঞ্জী ৭১

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

- আল কুরআনে উল্লিখিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর পরিচয় ৭৭
- প্রসঙ্গ কথা ৭৭
- নারী ও পুরুষ একই উৎস থেকে উৎসারিত ৭৮
- মানবতার কল্যাণ সাধনে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল কুরআনের ভাষ্য ৭৮
- জাহেলিয়াতের অজ্ঞতা ও নির্যাতন থেকে নারীর মুক্তিদান ৮০
- নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ৮২
- নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ৮৮
- নারীর পারিবারিক মর্যাদা ৮৯
- বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তাদের অধিকার ৯২
- মীরাসী সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তিতে নারীদের অংশীদার করা ৯৪
- দারুল কুফর থেকে হিজরত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ ৯৬
- মদীনায় হিজরতকালে মুসলিম পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ ৯৭

❖ রসূল (স)-এর আনুগত্যের শপথ বা বাই'আত গ্রহণকালে পুরুষদের সাথে মেয়েদেরও অংশগ্রহণ ৯৮
❖ ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধে পুরুষের সাথে নারীর সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ ৯৮
❖ কঠিন যুগ–সন্ধিক্ষণে পুরুষ ও নারীর যৌথ ভূমিকা ৯৯
❖ সত্য যাচাইয়ের জন্য পরস্পরের প্রতি অভিশাপ অনুষ্ঠানে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ ১০০
❖ অপরাধ দমনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও অংশগ্রহণ ১০১
❖ নারীর সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা ১০১
❖ নারীদের সুনাম ও সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখার সংগ্রাম ১০২
❖ চরম ফিতনার মুখোমুখি নারী–পুরুষ উভয়েরই পদস্খলনের আশংকা ১০২
❖ পুরুষদের সাথে মেয়েদের দেখা–সাক্ষাত ও কথা বলা এবং সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ঃ পুরুষদের সাথে মেলামেশার চিত্র ১০৪
❖ পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষাতের নিয়মাবলী ১০৭
❖ প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১০৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

❖ আল কুরআনে বর্ণিত নারীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ১০৯
❖ হযরত মূসার (আ) আম্মার আল্লাহর আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের উদাহরণ ১০৯
❖ হযরত মূসার (আ) বোনের প্রশংসনীয় চাতুর্য ও কৌশলের বর্ণনা ১০৯
❖ মাদায়েনের একটি মেয়ের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার বর্ণনা ১১০
❖ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃঢ় ঈমানী চেতনার আদর্শ ১১০
❖ ইমরানের স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত ১১০
❖ রসূল (স)–এর সাথে খাওলা বিনতে ছা'লাবার সার্থক বাদানুবাদের বর্ণনা ১১১
❖ দুইজন নারী ব্যক্তিত্বের বর্ণনা ১১২
❖ ১. সাবার রানী বিলকিস ১১২
❖ ২. ইমরান–এর কন্যা মার্‌য়াম ১১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

❖ নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কিছু চিহ্ন–ফলক ১২৩
❖ ইসলাম প্রচারের প্রথম দিন থেকেই নারী পুরুষের পাশাপাশি আল্লাহর দীনের দাওয়াত পেয়েছে ১২৩

- ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী তার স্বামী ও সম্প্রদায় থেকে অগ্রগামী হয়েছে ১২৪
- শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অধিকার, যা পূর্ণ দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে ১২৬
- হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ১২৭
- সামষ্টিক ইবাদাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ১৩৫
- সাধারণ সভা সমাবেশে মেয়েদের যোগদান ১৩৭
- সমাজ সেবায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ (বিভিন্নমুখী সামাজিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে) ১৩৯
- আগন্তুক মেহমানদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করা ১৩৯
- সমাজ সংস্কার ও তার গতিশীলতা বজায় রাখায় নারীর অংশগ্রহণ (বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে) ১৪০
- সামরিক অভিযানে নারীর অংশগ্রহণ (নারীর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজের মাধ্যমে) ১৪১
- পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে এমন সব বৃত্তিমূলক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ ১৪১
- পরিবারে নারীর মর্যাদা ১৪২
- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারিবারিক দায়িত্ব বণ্টন ১৪৩
- স্ত্রীর দায়িত্ব ১৪৩
- দায়িত্ব পালনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা ১৪৪
- আল্লাহর পক্ষ থেকে নারীর মর্যাদার ঘোষণা ১৪৬
- স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা ১৪৯
- কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা ১৫০
- রসূল (স) কর্তৃক নারীর মর্যাদা দান ১৫০
- ইসলাম নারীকে উত্তমভাবে দেখাশুনা করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয় ১৫৩
- ইসলামী আদব-কায়দার সীমারেখা রক্ষা করে নারীর নাম, গুণাবলী ও যাবতীয় বিষয়ের আলোচনার বৈধতা ১৫৫
- দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৭১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

- বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের প্রশংসনীয় ভূমিকা ১৮১
- আল্লাহর পথে আত্মবিসর্জন ১৮১
- পূর্ণতা অর্জনের আকাঙ্খা ১৮৩
- ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ১৮৪
- সাদকাহ ও অর্থদান ১৮৪

- পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার (তাদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর) ১৮৫
- আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা ১৮৬
- বিপদে ধৈর্য ধারণ ১৮৭
- সতীত্বের সংরক্ষণ ১৮৭
- নির্দ্বিধায় অপরাধ স্বীকার ১৮৮
- পাথর নিক্ষেপের শাস্তি গ্রহণ করে পবিত্রতা অর্জনের আকাংখা ১৮৯
- দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৯০

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

- মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব ক্ষমতা এবং তার অধিকার ও দায়িত্বানুভূতির কিছু দৃষ্টান্ত ১৯৩
- শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভের জন্য রসূলুল্লাহ (স) কাছে মেয়েদের দাবী পেশ ১৯৩
- দীনি ইলম অর্জনে আসমা বিনতে শাকাল লজ্জাশীলতার উপর বিজয়ী হলেন ১৯৩
- সুবাই'আহ বিনতে হারেস বুঝতে পারলেন, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে কিভাবে চিন্তা–ভাবনা করতে হয় ১৯৪
- খাসআম গোত্রীয় যুবতী তার পিতা হজ্জ আদায়ের মাসআলা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ১৯৫
- মহিলাটি স্বামী নির্বাচনে তাঁর অধিকার সংরক্ষণ করলেন ১৯৫
- বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী তার অধিকার অক্ষুণ্ন রেখেছে ১৯৭
- আতেকা বিনতে যায়েদ নামাযের জামায়াতে হাজির হওয়ার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখলেন ১৯৭
- অর্থোপার্জনের জন্য নারী কোন্ কোন্ পেশার অনুশীলন করেছেন ১৯৭
- মসজিদে সাধারণ সমাবেশে যোগদানের আহ্বানে মহিলারা সাড়া দিতেন ১৯৮
- উম্মে হারাম নৌ–যুদ্ধে অংশগ্রহণের আবেদন করেছিলেন ১৯৯
- উম্মে হানী শত্রু সৈন্যকে আশ্রয় দিলেন এবং বাধাদানকারী নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন ১৯৯
- হিন্দ বিনতে উতবাহ ইসলাম গ্রহণের পরে রসূলুল্লাহ (স) কে অভিনন্দন জানালেন ১৯৯
- রসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের ফলে অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উম্মে আয়মান দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন ২০০

- যয়নাব বিনতে মুহাজির (রা) আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে মত বিনিময় করলেন ২০০
- হাফসা বিনতে উমর (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর ভুল সংশোধন করে দিলেন ২০১
- উম্মে ইয়াকুব (রা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–এর সাথে মত বিনিময় করলেন ২০১
- উম্মে দারদা (রা) আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আচরণের নিন্দা করলেন ২০২
- দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২০৩

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

- কতিপয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী ২০৫
- হযরত ইবরাহীম (আ)–এর স্ত্রী 'সারা' (আ) ২০৫
- হযরত ইসমাঈল (আ) এর মাতা হাজেরা (আ) ২০৭
- রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা) ২০৯
- রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতিমাতুয যোহরা (রা) ২১২
- উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) ২১৬
- জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ২২০
- মুমিনদের জননী উম্মে সালামা (রা) ২৫২
- মুমিনদের জননী যয়নাব বিনতে জাহশ (রা) ২৫৭
- উম্মু সুলাইমা ঃ আল গুমাইসা বিনতে মিলহান ২৬০
- আসমা বিনতে আবু বকর (রা) ২৬৭
- আসমা বিনতে উমাইস (রা) ২৭৪
- উম্মু আতিয়্যাহ আনসারী (রা) ২৭৬
- ফাতিমা বিনতে কাইস (রা) ২৭৯
- দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৮২

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

- নারী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কয়েকটি সহী হাদীস যার মর্মোপলব্ধি ও প্রয়োগে কেউ কেউ ভুল করেছেন ২৯৫
- প্রথম হাদীস ২৯৫

رأيت النار ... ورأيت اكثر أهلها النساء .

"আমি জাহান্নাম দেখলাম। ... আমি দেখলাম জাহান্নামবাসীদের অধিকাংশই মহিলা।"

❖ দ্বিতীয় হাদীস ২৯৮

مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن.

"বুদ্ধিও দীনের দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান বিলোপ করার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে কাউকেই আমি সিদ্ধহস্ত দেখিনি।"

❖ তৃতীয় হাদীস ৩১৩

إن المرأة خلقت من ضلع وأعوج شيء في الضلع أعلاه.

"মেয়েদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পাঁজরের উপরের হাড়টিই সবচেয়ে বাঁকা।"

❖ পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৩১৬

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

❖ মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টান্তের পরিশিষ্ট ৩১৯

❖ নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ৩১৯

❖ নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ৩২৬

❖ নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক উপকরণসমূহ ৩২৮

❖ মুসলিম নারীর সাথে মুসলিম পুরুষের আচরণগত কতিপয় দিক ৩৩২

❖ পূর্ণতা অর্জনে নারী ৩৪৩

❖ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৩৪৭

মুখবন্ধ

নারী অধিকার সম্বলিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি যদি আরো কয়েক শতাব্দী আগে লেখা হতো, তাহলে মুসলিম সমাজ অনেক বেশী উপকৃত হতো। কেননা মুসলমানরা নারীদের অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক আগেই দূরে সরে গিয়েছিল। এর পরিবর্তে তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল নানাবিধ কুসংস্কার। বানোয়াট হাদীস ও মনগড়া ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতসমূহের উদ্ধৃতির মাধ্যমে নারী সমাজকে জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় দিক দিয়ে গাফলতির গভীর তিমিরে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। নারী শিক্ষা অপরাধে পরিণত হয়েছিল। তাদের মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়া হয়ে উঠেছিল গুনাহর কাজ। মুসলিম সমাজের ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের ওয়াকিফহাল হওয়া বা সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ করার কথা তো কল্পনাই করা যায় না। সমাজে সর্বত্রই তারা ছিল চরম অবমাননার শিকার। তাদের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক অধিকারও হরণ করা হয়েছিল।

মাত্র তিন বছর আগের কথা। জনৈক প্রখ্যাত ইমাম ও খতিব তাঁর বক্তৃতায় অত্যন্ত পরিতাপ ও আফসোসের সাথে বলেন, আল্লাহ্ সে যুগের উপর তাঁর করুণাধারা বর্ষণ করুন, যে যুগের নারীরা এতই গৃহে আবদ্ধ ছিল যে, মাতৃজঠর ভেদ করে পৃথিবীতে আগমন, পিতৃকুল থেকে স্বামী গৃহে গমন এবং স্বামীগৃহ থেকে কবরে দাফন-এ তিন সময় ছাড়া নারীরা আর কখনো ঘরের বাইরে বের হওয়ার সুযোগ পেত না। আমি বললাম, এটা নিসন্দেহে বলতে পারি যে, এমন যুগের উপর আল্লাহর কোন করুণা ও রহমত বর্ষিত হতে পারে না। এমন যুগের পুনরাবৃত্তি কেবল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকই নয়, অন্ধত্ব, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার সম্প্রসারণেও একান্ত সহায়ক। কেননা তৃতীয় বিশ্বের মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অধঃপতনের আরেকটি প্রধান কারণ হলো কুসংস্কার ও অন্ধ অনুসরণ।

এক ব্যক্তি একদা আমার সাথে আলোচনায় একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেন। সে আলোচনাটি এখানে উল্লেখ করতে চাই। তা হলো এ যে, ভদ্রলোক আমাকে বলেন, বক্তারা যেমন শ্রোতাদের ভাবাবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টির জন্যে আবেগ সঞ্চারমূলক হাদীস বর্ণনা করে থাকেন আপনি তাদের মত হাদীস বর্ণনা করা থেকে সর্বদাই বিরত থাকেন কেন? আপনি কি তাহলে হযরত রসূল (স) এর কন্যা ফাতেমা (রা) থেকে বর্ণিত এ হাদীস বিশ্বাস করেন না, যাতে বলা হয়েছেঃ

"কোনক্রমেই নারীরা পুরুষদের প্রতি তাকাতে পারবে না এবং কোন পুরুষও নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারবে না।" আর রসূল (স) এ হাদীসটিকে এভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, পিতা এবং সন্তানেরা যেহেতু পরস্পর পরস্পরের বংশোদ্ভূত, তাই তারা একে অপরকে দেখতে পারবে। এ হাদীসটি থেকে কি শরীয়তের এ বিধানই উদঘাটিত হয় না যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মেয়েদের সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে রাখা ফরয? জবাবে তাকে বলি, তুমি নারী সংক্রান্ত এমন একটি প্রত্যাখ্যাত মনগড়া হাদীসের উদ্ধৃতি দিলে যা

ড. ইউসুফ আল করদাভীর ভূমিকা ও লেখক পরিচিত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং দরূদ ও সালাম আল্লাহর রসূল (স)-এর প্রতি, তাঁর সাহাবাদের এবং তাঁর সত্য পথ-নির্দেশ যারা মেনে নিয়েছেন তাদের প্রতি। এরপর আমি বলতে চাই, পরিসংখ্যানগতভাবে সমাজের অর্ধেক নারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামী, সন্তানাদি এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় তারা অর্ধেকেরও বেশী। তাই কবি বলেছেন:

"মা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
যখন তিনি পালন করেন তাঁর দায়িত্ব
তৈরী করেন জাতীয় নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন
সুমহান ব্যক্তিত্ব।"

তাই আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ও গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহাপুরুষদের জীবনে দেখি নারীর বলিষ্ঠ ভূমিকা। বলা হয়: নারীর সাধনাই মহান ব্যক্তিত্বের ভিত্তিপ্রস্তর। অন্যদিকে দার্শনিকদের অনেকেই আবার প্রথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও অপরাধমূলক কর্মকান্ডের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য নারীর অপকর্মকে দায়ী করেছেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলেন: সকল প্রকার বিপদ-আপদ ও সামাজিক অপরাধের মূল অনুসন্ধান করলে সেখানে নারীর উপস্থিতি অনুভূত হবে। প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগের মানুষই নারীর ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। তাদের একদল নারী সম্পর্কে উচ্চ ও ভাল ধারণা পোষণ করেন। আবার অন্য দলটি তাদের সাথে শত্রুতায় নেমে এসেছেন। কবির ভাষায় বলা যায় :

إن النساء رياحين خلقن لنا
وكلنا يشتهى شم الرياحين!

"নারীর সৃষ্টি আমাদের সুবাস বিলাবার জন্যই
আগ্রহে অধীর হয়েছি আমরা তার সুবাস গ্রহণ করব।"

অন্য এক কবি নারী জাতির ভাবমূর্তিকে এভাবে তুলে ধরেছেন:

إن النساء شياطين خلقن لنا
نعوذ بالله من شر الشياطين!

"নারী সে শয়তানের অনুচর
আমাদের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি তার প্ররোচনা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই।"

তাই আমরা দেখি এক শ্রেণীর দার্শনিক নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন ও তাদের প্রশংসা করেছেন এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। আবার আরেক শ্রেণীর দার্শনিক নারীকে নানাবিধ অপকীর্তির জন্যে দোষারোপ

করেছেন এবং পৃথিবীতে অপরাধ ও নষ্টামির মূল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এমনকি যে শিক্ষা পথহারাকে পথ দেখায় এবং বেঁকে থাকাকে সোজা করে দেয়, দুঃখবাদীরা নারীর ক্ষেত্রে তাকেও ঘৃণ্য মনে করেছেন। মেয়েদের লেখা-পড়া করতে দেখে তাদের কেউ কেউ বলেছেন, শিক্ষার নামে তাদেরকে স্লো পয়জন করা হচ্ছে।

এর চেয়েও দুঃখজনক ও ঘৃণিতভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থে নারী চরিত্রকে কলংকিত করা হয়েছে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায় প্ররোচিত করে নারী। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে অপরাধী নারী। এভাবে তার সন্তানদেরকে বেহেশত থেকে বের করে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার দুঃখকষ্ট ভোগ করার সমস্ত দায়-দায়িত্ব একতরফাভাবে নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রতি নজর দেই, তাহলে দেখি একমাত্র ইসলামই মানব সমাজে নারীকে কন্যা, স্ত্রী ও একজন আদর্শ মা হিসেবে কেবল পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের নিশ্চয়তাই দান করেনি বরং তারও উর্ধ্বে তাকে সত্যিকার মানবিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী একজন পুরুষের মতই দায়িত্বশীল। আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে উভয়ের গুরুত্ব সমান। পুরস্কার ও প্রতিফল প্রদানের ক্ষেত্রেও একজন নারীকে পুরুষ থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। জান্নাতে বসবাস করা অবস্থায় উভয়কে সূরা বাকারায় উল্লিখিত ফরমানে ইলাহীতে একই সাথে সম্বোধন করে বলা হয়েছে-

وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَاتَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. (سورة بقرة : ٣٥)

"তোমরা দুজনে জান্নাতের যেখানে খুশী সেখান থেকেই খেতে পার কিন্তু তোমরা কেউই এগাছটির নিকটে আসবে না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (আল বাকারা: ৩৫)

তাওরাতে হযরত আদম (আ) এর অপরাধের জন্য নারীকে দোষারোপ করা হয়েছে। আল কুরআনে কিন্তু তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলা হয়েছে। আল কুরআনে হযরত আদম (আ)-এর অপরাধের জন্য তাঁর স্ত্রীকে দোষারোপ না করে হযরত আদম (আ)-কেই সর্বপ্রথম অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন সূরা "তা-হা" -তে হযরত আদম (আ) এর কাছ থেকে নেয়া অঙ্গীকারের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে,

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.

"আমি ইতিপূর্বে আদম থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু আদম (আ) সে অঙ্গীকার ভুলে যায়। আমি সে ব্যাপারে তার মধ্যে দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিনি।" (১১৫ আয়াত)

وَعَصٰى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰى، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى.

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমাদের নিজেদের ভেতরের অনিষ্ট প্রবণতা এবং অসৎ কর্মকান্ড থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে বিপথগামী করার ক্ষমতা কারোর নেই এবং আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন কারোর ক্ষমতা নেই তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার। এ সংগে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা এ ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা প্রকৃত মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মরোনা।"

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءَ. وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِه وَالاَرْحَامَ، اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

"হে মানব সন্তান! তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং যিনি তা থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্জা করো, এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا .

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই সাফল্য অর্জন করবে।"

তারপর এটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে ক্ষুদ্র ও দুর্বল ব্যক্তির একটি প্রচেষ্টা। এ জন্য পূর্বাপর আল্লাহর সাহায্য কামনা করি। তাঁর উপর নির্ভর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করার আশা করি।